মাইকেল ফ্যারাডে

ড.অচিন্ত্যকুমার মাইতি

গ্রন্থতীর্থ

৬৫/৩এ, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা — ৭০০ ০৭৩

Life of MICHAEL FARADAY
by Dr. Achintya Kumar Maity

First Published,
January, 2026

ISBN 978-81-7572-195-1

Price
₹ 125

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারি, ২০২৬

দাম
₹ ১২৫

গ্রন্থতীর্থ ৬৫/৩এ, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩ থেকে
এস বি নায়ক কর্তৃক প্রকাশিত এবং শিবানী প্রিন্টিং
১৭এ, স্যার গুরুদাস রোড, কলকাতা - ৭০০ ০৫৪ থেকে মুদ্রিত।
ফোন - ৮৯১০২৮৩৪৪৮
Email: punaschabooks@gmail.com
Web: www.punaschabooks.com

আগামী প্রজন্মের বিজ্ঞানীদের উদ্দেশে

"Lives of great men all remind us
We can make our lives sublime,
And, departing, leave behind us
Footprints on the sand of time;"
Henry Wadsworth Longfellow
(From the poem 'A Psalm of Life')

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

গ্রন্থ রচনায় যে যে গ্রন্থের সাহায্য নেওয়া হয়েছে :

- Michael Faraday - His Life And Work : Silvanus P. Thompson, Cassell And Company Ltd.– London
- The Royal Institution, Its Founder And Its Professors : Bence Jones, H, Longmans, London
- বিজ্ঞানের সাধক (২, ৩ খণ্ড) : দেবব্রত দাশগুপ্ত, শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানি, কলকাতা
- মাইকেল ফ্যারাডে : সামান্য বুক বাইন্ডার থেকে বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী: মহঃ ফাহিম খান, Roar.media
- Michael Faraday : bn.m.wikipedia.org

“The more we study the work of Faraday with the perspective of time, the more we are impressed by his unrivalled genius as an experimenter and natural philosopher.”

—Ernest Rutherford

ভূমিকা

‘‘ বিশ্বের প্রখ্যাত ব্যক্তিবর্গ মধ্যবিত্ত শ্রেণি থেকে উদ্ভূত’’— স্বামী বিবেকানন্দের এই শাশ্বত উক্তি বিজ্ঞানী মাইকেল ফ্যারাডের ক্ষেত্রে অক্ষরে অক্ষরে সত্য। শৈশব থেকেই শুরু হয়েছিল তাঁর দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম। নিষ্পেষণকারী দারিদ্র্য চলার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। তবুও তাঁর ভিতরে আবির্ভূত হল—না হেরে যাওয়ার এক অদম্য শক্তি, যে শক্তি তাঁকে মাইকেল ফ্যারাডে থেকে বিশ্ববিজ্ঞানী মাইকেল ফ্যারাডে করে তুলল। জীবনে তিনি বহু বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন। প্রথাগত বিদ্যার অধিকারী না হয়েও অত্যন্ত নিষ্ঠা, অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে সেই বিতর্কগুলো স্বীয় যুক্তিতে খণ্ডন করে তিনি নিজের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল রেখেছিলেন—তিনি আমাদের কাছে এক দৃষ্টান্ত হয়ে রইলেন। অর্থ, সম্মান, প্রতিপত্তি সব কিছু পেছনে ফেলে রেখে তিনি আজীবন বিজ্ঞানকে ভালোবেসে গেছেন।

বিশ্ববিজ্ঞানের ইতিহাসে এহেন বিজ্ঞানী সত্যই বিরল।

বাসুদেবপুর, হাওড়া
জানুয়ারি ১, ২০২৫

অচিন্ত্যকুমার মাইতি

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়	:	জন্ম ও শৈশব	১১
দ্বিতীয় অধ্যায়	:	কর্মজীবন	১৮
তৃতীয় অধ্যায়	:	আবিষ্কার ও স্বীকৃতি	২৮
চতুর্থ অধ্যায়	:	বিখ্যাত ব্যক্তিদের সান্নিধ্যে	৩৮
পঞ্চম অধ্যায়	:	ব্যক্তিগত জীবন	৬৭
ষষ্ঠ অধ্যায়	:	উপসংহার	৭৪
		জীবনপঞ্জি	৭৮

প্রথম অধ্যায়
জন্ম ও শৈশব

ক্ল্যাফাম ইংল্যান্ডের পশ্চিম সীমান্তে ছোট্ট একটি গ্রাম। এই গ্রামে বসবাস করত ফ্যারাডে পরিবার। পরিবারের কর্তা ছিলেন রবার্ট ফ্যারাডে। রবার্ট ফ্যারাডে-এলিজাবেথ ডিনের দশ সন্তানের মধ্যে একজন হলেন জেমস ফ্যারাডে। জেমস ক্ল্যাফামে বেড়ে ওঠেন, কিন্তু কামার হিসেবে শিক্ষানবিশ শুরু করার জন্য ইয়র্কশায়ারের আউটগিলে চলে যান। ১৭৮৬ সালের ১১ জানুয়ারি জেমস মালারস্ট্যাং-এর এক কৃষকের মেয়ে মার্গারেট হ্যাস্টওয়েলকে বিবাহ করেন।

জেমস ফ্যারাডে ও মার্গারেট হ্যাস্টওয়েলের তৃতীয় সন্তান মাইকেল ফ্যারাডের জন্ম হয় ১৭৯১ সালের ২২ সেপেটম্বর লন্ডনের কাছে নিউইংটেনের বাটস-এতে। তাঁর পিতা জেমস পেশায় ছিলেন একজন কামার। সংসারের দারিদ্র্যতার কারণে জেমস লন্ডনের এক পুরোনো আস্তাবলে গিয়ে সপরিবারে বাসা বাঁধলেন অর্থ উপার্জনের টানে। অথচ ভাগ্যের নির্মম পরিহাস এখানেও তাঁদের পরিবারকে নিদারুণ অসচ্ছলতার মধ্যে দিন কাটাতে হয়। বরং আর্থিক অবস্থা দিন দিন খারাপ হতে লাগল। এরই মাঝে মাইকেল ফ্যারাডেকে তাঁর জীবন যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়। অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও